সেএবং সে ও সূর্যোদয়

সমীরকান্তিবিশ্বাস

ঘুম ভাঙার পর মনে হল, এখন গভীর রাত। অনেক দুরেকোথাও ঘন্টাধবনির আওয়াজ। পরপর তিনবার। এখন রাত তিনটে। কাছাকাছিকোথাও কাকের কর্কশ কন্ঠস্বর। রাতপাখির ওড়াউড়ির শব্দ।

তার দিকে তাকাই। সেআমার পাশে ঘুমিয়ে। আজও কি স্বপ্ন দেখছে ? আজও ছ - হাজার আটশ ফুট উঁচুতে পৌঁছে গেছে ! ঘুম ভাঙিয়ে জেনে নিতে ইচ্ছা করছে।

ঘরের ভেতর চাঁদেরআলো। আকাশে পুর্ণিমার পূর্ণশশী। ঘরে সমস্ত জিনিস এলামেলো হয়েছড়িয়ে। এখন ঘর অন্যরকম। চাঁদের আলোয় প্রত্যেকটা জিনিস অন্যরকম।তার মুখ ও চোখ অন্যরকম। তার শরীরের সর্বত্র চাঁদের অলো। সে এখন অন্যরকম। চারদিকে নৈঃশব্দ্য। অদ্ভুত।রোমাঞ্চকর।

তার শরীর থেকে শাড়িখসে পড়েছে। বুকের আঁচল খসে পড়তেই বুকের ঢেউ চাঁদের আলোয়স্পষ্ট। উত্তুঙ্গ স্তনযুগল উন্মুক্ত। উদ্বেল। সুন্দর। তাকে খুঁটিয়েখুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। তার স্ফীত উদরের ওপর চাঁদের আলো। আমিসেদিকে তাকিয়ে রইলাম। কিছুদিনের মধ্যে তার মা হওয়ার কথা। তার স্ফীতউদরের ওপর আস্তে আস্তে আমার হাত রাখি। আস্তেআস্তেহাতের পাতা চারপাশে ছড়িয়ে দিই। টের পাই, আমার হাতেরঠিক নিচেই জীবন। আমার শরীরে বিদ্যুৎ তরঙ্গ প্রবাহিত হতে শু হল নাকি! আমি বিদ্যুৎ - পরিবাহী পদার্থে পরিণত !

আমার হাতের পাতারঠিক নিচেই যে জীবন পৃথিবী দেখার অপেক্ষায় তার উদ্দেশে বললাম,জন্মেই তুমি কঠিন পৃথিবীকে দেখবে। তোমার জন্য অন্ন বাড়ন্ত। তুমিএখন থেকে নিজেকে প্রস্তুত করো।

রাস্তা দিয়েহাঁটতে হাঁটতে পরিবার পরিকল্পনা সংস্থার বিজ্ঞাপনে দেখেছি,শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ, এদের যত্ন নিন। কিন্তু এ কোন শিশু ? এরা কি আমাদের পরিচিত জগতের শিশু নয় ? অপুষ্টির ফলে নানা রোগে ব্যাপকভাবেআক্রান্ত হচ্ছে শিশুরা। অঙ্কুরেই প্রাণ হারাচ্ছে। একটিরিপোর্টে জানতে পারলাম, নারকেলডাঙার ড.বি.সি, রায় স্মৃতিশিশুহাসপাতালেই মাসিক মৃত্যুর হার শতাধিক। প্রত্যেকদিন আউটডোরআসে প্রায় বারোশ শিশু। এদের শতকরা পঁচাশি থেকে নববইটি শিশুরইআসল রোগ অপুষ্টি। হাসপাতালের সুপার নিজেই এইসব কথা স্বীকারকরেছেন।
সে আমার পাশে ঘুমিয়েরয়েছে।
হঠাৎ সে সামান্য শব্দ করেহেসে উঠল।
সে এখনও স্বপ্নদেখছে ?
সে কি গতকালের মতইছ-হাজার আটশ ফুট উঁচুতে পৌঁছে গেছে ?

গতকাল সে যখন ছ-হাজারআটশ ফুট উঁচুতে তখন বিকেল হতেসামান্য বাকি। বিকেল হওয়ার পর সে আকাশের দিকে তাকাতে লাগল। সাদামেঘের দিকে তাকাতে লাগল। পাহাড়ের চুড়ার দিকে তাকাতে লাগল।

সে স্থির হয়েলক্ষ্য করেছিল, কেমন করে সূর্য ডুবে যাচ্ছল। সূর্য ডুবে যাওয়ার সময় দেখল,পাহাড়ের চূড়া থেকে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে। যে দিন পাহাড়েরচূড়া থেকে ডুবতে থাকা সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয় তার পরেরদিন নাকি ভোরে চমৎকার সূর্যোদয় দেখা যায়। সে তখনই স্থির করেছিল,পরের দিন ভোরে আরও সতেরোশফুট উঁচুতে উঠে সূর্যোদয় দেখবে।সূর্যোদয় দেখার জন্যই সে জায়গাটায় গিয়েছিল।

ল্যান্ডরোভার চড়েসূর্যোদয় দেখতে যখন রওয়ানা হয়েছিল তখনও ভোর হয়নি। চারপাশে ঘুটঘুটেঅন্ধকার। যখন আট হাজার পঁচিশ ফুট উঁচুতে পৌঁছেছিল তখনও চারপাশেঘুটঘুটে অন্ধকার। তার সঙ্গে আরও অনেকেই ছিল।আরও অসংখ্য মানুষ ইতিমধ্যেসূর্যোদয় দেখার জন্য আট হাজার পাঁচশ ফুট উঁচুতে অপেক্ষা করছিল।সে মনের মতো জায়গায় চুপচাপ বসে রইল। হঠাৎ একজন চিৎকার করে পর্যটকদেরউদ্দেশে বলল, আজ পাঁচটা পঁয়তাল্লিশের সময় সূর্য উঠবে।

সে আকাশের দিকেস্থির হয়ে তাকিয়ে রইল। একবার সামান্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। পাশেরমানুষটি ফিসফিস করে কিছু বলতে শু করেছিল। হঠাৎ একজন প্রচন্ডশব্দেতার উতে থাপ্পড় মারল। তারপর বলল, লুক্ লুক্, দ্য রাইজিং সান।

সে কী দেখেছিল ?
দেখেছিল, পুবের আকাশেরঙের খেলা। না, রঙের খেলা নয়। রঙের স্রোত। লাল, হলুদ বেগুনি ও অন্যান্যরঙেরস্রোত। যে মানুষটি তাকে থাপ্পড় মেরেছিল সে ক্যামেরা প্রস্তুতইরেখেছিল।

সে স্থির হয়ে দেখল, রঙের স্রোত ভেদ করে আস্তে আস্তে সূর্য বেরিয়ে আসছে।টকটকে লাল সূর্য । বারবার একটা প্রশ্ন করতে চাইছিল, এরচেয়ে বেশি সৌন্দর্য পৃথিবীর আর কোথায় আছে ! বিদ্যুৎ-চমকের মত চারদিকে ক্যামেরার ফ্ল্যাশের আলো। ক্লিক্ক্লিক্ শব্দ। আনন্দে হাততালি দিতে লাগল সে।

সূর্যোদয় দেখা শেঘ। তারসামনেই হাতে ক্যামেরা নিয়ে একজন মানুষ দাঁড়িয়ে। হটপ্যান্ট ও পুলওভারেঢাকা একজন পর্যটক। তার চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে। তখন চারপাশেআর অন্ধকার নেই। মানুষটির শরীরে দিনের আলো লাগতে বোঝা গেল, আরে,এ যে একটি তণী ! অনেক চেষ্টা করেওতণীটি রাইজিং অফ্ দি সান -এর ফটো তুলতে পারেনি। কিছুতেই তারকান্না থামছে ন। এই তণীটর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়েছিল। মেয়েটি ভিয়েনার। একনাগাড়ে উনত্রিশ দিন ধরে সূর্যোদয় দেখার চেষ্টা করেছিল।প্রত্যেকবারই ব্যর্থ হয়ে তিরিশ দিনের দিন সে সফল হয়েছিল। ভিয়েনারএই তণীটি এক গোছা টেলিগ্রাম দেখিয়েছিল। কোনটা কোনটা তার মা পাঠিয়েছিল। কোন কোনটা তার বাবাপাঠিয়েছিল। প্রত্যেকটাতেই এক কথা, তুমি ফিরে এসো আমরাচিন্তিত। প্রত্যেকটি টেলিগ্রামের উত্তরে তণীটি জানিয়েছিল, আমার মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত এখানে থাকব, সূর্যোদয় দেখারজন্য।
সে গতকাল এই সবস্বপ্ন দেখেছিল।
সে এখনও কি এই সবস্বপ্ন দেখছে ?
ঘুম ভাঙিয়ে জেনে নেব ? ওর স্বপ্নের বিষয় আমি একদম পছন্দ করি না।

আমার স্থির বিশ্বাস,যে স্বপ্ন আমি পছন্দ করি না সে সেই স্বপ্নই দেখছে । হঠাৎ সেশব্দ করে হেসে উঠল। তার উদ্দেশে আমার বক্তব্য, এখন বিশ্বজুড়ে প্রচন্ডঅস্থিরতা, মানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন, মানুষ অসহায়। এইসব বিষয় নিয়েপ্রত্যেকের চিন্তাভাবনারপ্রয়োজন। কিন্তু, তার একই কথা, এইসব বিষয় নিয়ে ব্যতিবস্ততানিষ্প্রয়োজন। তার স্বপ্নের মধ্যেই সে ডুবে থাকতে

ভালোবাসে। সেআবার শব্দ করে হেসে উঠতেই আমি হিংস্র হয়ে উঠলাম। ডান হাতেরআঙুলগুলো সাঁড়াশির মতো করেতার গলায় সামান্য চাপ দিই। তার ঘুম ভেঙে যেতেই আরও জোরে গলায় চাপদিই। সে এরার উঠে বসল। চিৎকার করতে লাগল। চিৎকার করতে করতেশাড়ি দিয়ে শরীর ঢাকার চেষ্টা করতে লাগল। আমি সেই সুযোগ দিলামনা। দুটো হাত দিয়ে সাঁড়াশি তৈরি করে তার গলা চেপে ধরলাম। সে খুবজোরে চিৎকার করে উঠল। দুই হাতের পাতা দিয়ে স্ফীত উদর ঢেকেরাখার চেষ্টা করল ওকে বেশিক্ষ ণ চিৎকার করার সুযোগ দিলাম না। এতজোরে গলা টিপে ধরলাম যে ওর চিৎকার বন্ধ হয়ে গেল। মুখ দিয়ে লালাবেরোতে শু করল। জিভটা অনেকটা বেরিয়ে লে। জিভ ঝুলতে লাগল। আমার হাতের কয়েক টা আঙুলওর একটা চোখের ভেতর ঢুকিয়ে দিলাম। অনায়াসে ওর চোখের গুলিউপড়ে আনলাম। আমার আঙুলের নখগুলো ধারালো। অস্ত্র হিসেবে উপযোগী।তার আরেকটা চোখের গুলিওঅনায়াসে উপড়ে আনলাম। ওর গলা থেকে খাবলে খাবলে মাংস তুলে আনতে লাগলাম। ওমেঝের এপর ঢলে পড়েছিল। হাতের দুটো পাতা দিয়ে স্ফীত উদরের কিছুঅংশ ঢেকে রেখেছিল। স্তনদ্বয়ের এপাশ -ওপার দিয় রক্ত গড়াতে গড়াতেজরায়ুর দিকে এগোতে লাগল। এর শরীর থেকে জীবনের যাবতীয় লক্ষণ লুপ্ত হয়ে গেল।

কী সাংগাতিক কান্ড!
এতক্ষণ যে সব ঘটনারকথা বলা হল তার একটাও ঘটেনি। অথচ, আমার মনে হয়েছিল এই সব সাংঘাতিককর্মকান্ডের নায়ক আমি! কেন এরকম হয় ? আমি কিছুক্ষণের জন্য অন্য জগতে চলেগিয়েছিলাম। আমি কিছুক্ষন আমার মধ্যে ছিলাম না। নিজের মধ্যে ফিরে আসারপর দেখলাম, আমার পাশে সে ঘুমিয়ে। দুটো হাতের পাতা দিয়ে পেটেরকিছু অংশ ঢেকে রেখেছে। তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দেখলাম তারমুকমন্ডলে আস্তেআস্তে খুশি ফুটে উঠতে লাগল।

একটা নতুন জীবনেরপ্রতীক্ষায় আমাকে আরও কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতে হবে।
এই রাত্রি শেষ হতে সামান্যবাকি। এই মুহূর্তে একটা দিনের আলোর প্রত্যাশায় আমি উদগ্রীব।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com